172

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 04 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 7 ...

# অবশেষে শিক্ষকরাও!

গত ১৮-১০-৯৮ তারিখে ভোরের কাগজ-এর দ্বিতীয় পাতায় প্রকাশিত অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষ, বিএম কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত শীর্ষক সংবাদটি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছে এবং বিবেকবান মানুষের বিবেককে দংশন করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ আদায় করা টাকার বিলিবন্টন নিয়ে বিএম কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। অধ্যাপকগণ কর্তৃক অধ্যক্ষ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন এবং তার কক্ষও ভাঙচুর হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার এক পর্যায়ে অধ্যাপকগণ চেয়ার ছুড়ে পরস্পর প্রতিপক্ষকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। ঘটনা কি কারণে ঘটেছে সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো কি ঘটেছে। শিক্ষকদের বিবেকহীনের মতো এই বর্বর আচরণ যুগে যুগে বহু সাধনায় বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের গৌরবগাঁথার ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। যারা জাতির বিবেক, জাতির বুদ্ধিজীবী, মানুষ গড়ার কারিগর, শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের মানবীয় গুণাবলী অর্জন এবং বিকাশের কথা বলেন, তারা এ কি আচরণ করে দেশের বিবেকবান সচেতন মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিলেন? শিক্ষকতার সকল গৌরব ভূলুণ্ঠিত হলো।

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের সংঘর্ষের কথা শুনে থাকি কিংবা পত্রপত্রিকায় পড়ে থাকি। তাতে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না এ কারণে যে, সংঘর্ষ করার মতো যারা উচ্ছৃঙ্খল, বর্বর, অসভ্য , অভদ্র, মাস্তান, সন্ত্রাসী তারাই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু মাস্তানদের মধ্যে মাস্তানির চাঁদা ভাগাভাগির মতো অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে শিক্ষক মিলনায়তনে সন্ত্রাসী স্টাইলে একটা সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয়(!) শিক্ষকরা। এখানে চিহ্নিত সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে শিক্ষকদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিশেষ কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। কখনো বা বিভিন্ন কারণে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছেও। বিশেষ ছাত্রকে পরীক্ষার হলে নকলের সুযোগ দিয়ে, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়ে, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট পড়িয়ে, টাকা নিয়ে পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এক শিক্ষক আরেক শিক্ষকের গবেষণাপত্র চুরি বা নকল করে কিংবা নামের আগে ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাগানোর মতো কাজও করেছেন আমাদের দেশের কোনো কোনো শিক্ষক। যে শিক্ষকের নামে সকল মানুষ শ্রদ্ধায়-সম্মানে মাথা নত করে, তাদের কাছ থেকে এমন আচরণ নিশ্চয়ই জাতির কাম্য নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রবিবার' ছোটগল্পে বলেছেন- 'অধ্যাপকরা চিরকালই দরিদ্র।' জানিনা, অধ্যাপকরা তাদের দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্য এসব উপায় অবলম্বন করছেন কিনা।

এবার উচ্ছৃঙ্খল কিংবা বহিরাগত মাস্তান-ছাত্রদের হাতে নয়, শিক্ষকদের হাতেই লাঞ্ছিত হলেন আরেক শিক্ষক অধ্যক্ষ। বিভিন্ন কারণে শিক্ষকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি কিংবা সমস্যার সৃষ্টি হতেই পারে। তাই বলে তার সমাধানতো হবে না রিকশাচালক শ্রমিকদের মতো হাতাহাতি, মারামারির মধ্য দিয়ে। শিক্ষক জাতির শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ। পূজ্যপাদ, শ্রদ্ধেয়, নমস্য সেই শ্রেষ্ঠদের আচরণ সম্পর্কে আর কিইবা বলার থাকতে পারে আমার মতো নগণ্য এক অতি সাধারণ ছাত্রের।

বিভূতি ভূষণ মণ্ডল
বিএ অনার্স (ইংরেজি)
আসাদ ছাত্রাবাস
পাবলা, বণিকপাড়া
দৌলতপুর, খুলনা